বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তিঃ অধ্যাপক ব্যানিং হ্যাম মন্তব্য করে-
ছিলেন 'Man is incurably religious'
অর্থাৎ মানুষের ধর্মপ্রবণতা অপরিবর্তনীয়। মানবসভ্যতার
আদিম কাল থেকেই মানুষ কোন না কোনো ধর্মে বিশ্বাস
স্থাপন করে আসছে। আর এই ধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয়
বস্তু হলেন ঈশ্বর। কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্বশীলতা
সম্বন্ধে সকলের মনেই সংশয় জাগে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব
প্রমাণ করার জন্য বহুপূর্বেই দার্শনিকগণ বিভিন্ন যুক্তি
উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকেই এই
যুক্তিগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেন না। তবুও মানবমন কিভাবে
সঠিক ও অকাট্য যুক্তির সাহায্যে ধর্মবিশ্বাসের সত্যতাকে
নিজের কাছে সমর্থনযোগ্য করে তুলতে পারে এইসব
যুক্তি তার উপায় নির্দেশ করে।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে যে বিভিন্ন প্রকার
যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি হল
বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি বা ontological argument. ঠিক
দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা করেছিলো
টমাস অ্যাকুইনাস। তিনি তাঁর 'Summa Theological'
গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে ৫টি নমুনার উল্লেখ
করেছেন, এগুলি হল-

যুক্তিটির প্রথম রূপ: কার্য-কারণ নীতির উপর ভিত্তি
করে এই যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে। কার্য কারণ নীতি
অনুসারে প্রত্যেক কার্যেরই কোনো না কোন কারণ
আছে। বিনা কারণে কোন কার্যের উদ্ভব সম্ভব নয়।
কাজেই এই সৃষ্ট জগতেরও কোন কারণ আছে।
~~বিনা কারণে কোন কার্যের উদ্ভব সম্ভব নয়~~। আর
সৃষ্ট জগতের কারণ কোনো অসীম বস্তু হতে পারে
না। কেননা তার আবার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে,
কাজেই জগতের কারণ অসীম হওয়া প্রয়োজন। এই
কারণ হলেন ঈশ্বর।
~~সসম~~

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় রূপ: ~~প্রতিটি~~ বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির দ্বিতীয় রূপটি হল এই জগতের অসংখ্য বস্তু বা ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে একই কারন - শৃঙ্খলে যুক্ত। প্রতিটি কার্যের যদি একটা কারন স্বীকার করা হয়, তাহলে সেই কারনের আবার একটা কারন স্বীকার করতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক কারনের যদি একটা কারন সন্ধান করতে হয় এবং এর যদি কোন শেষ সীমা না থাকে তাহলে অনবস্থা দোষ ঘটবে। কাজেই এই অনবস্থা দোষ এড়াবার জন্য কোন আদি কারন স্বীকার করে নিতে হয়, যা হবে স্বয়ম্ভু অর্থাৎ অন্য কোন কারনের কার্য নয়। এই আদি কারন হলেন ঈশ্বর।

তৃতীয় রূপ: বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির তৃতীয় রূপটি জগতের সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমান করতে চায়। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা যেসব বস্তু প্রত্যক্ষ করি, সেইসব বস্তুর আবশ্যিক অস্তিত্ব নেই। কাজেই আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাছে প্রদত্ত যে জগৎ তার কোন স্বনির্ভরতা নেই। এই জগৎ কেবল মাত্র সম্ভাব্য। কাজেই কোন অনিবার্য, স্ব-নির্ভর, সব-নিরপেক্ষ সত্তা আছেন তিনি হলেন ঈশ্বর। কাজেই ঈশ্বর অস্তিত্বশীল। * এর প্রবক্তা হলেন মার্টিন্যু।

চতুর্থ রূপ: এই যুক্তিটি কারনের ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক দিক থেকে কারন সম্পর্কে আমরা চারটি ধারনা পাই - ১) কারন হল কোন দ্রব্য ২) কারন হল কোন ঘটনা ৩) কারন হল কোন শক্তি ৪) কারন হল কোন ইচ্ছা, মার্টিন্যু বলেন এই জগৎ যদি ঈশ্বরের কার্য হয় তাহলে তাহলে ঐশ্বরিক ইচ্ছা হল এমন এক শক্তি যা জাগতিক সব ঘটনার নিয়ামক। কাজেই মার্টিন্যু আদি কারনরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বতাত্ত্বিক বা আদি কারন বিষয়ক যুক্তি সম্পর্কে কতকগুলি সমালোচনা

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

উত্থাপিত হয়েছে। কান্ট এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলেছেন- কার্য কারণ নীতির উপর ভিত্তি করে যদি আমরা ঈশ্বরকে সন্ধান করার জন্য সচেষ্ট হই তাহলে আমরা সেয়ালিখুশী মত কার্য কারণ শৃঙ্খলের কোন একটি জায়গায় হঠাৎ থেমে যেতে পারি না। তাছাড়া অসীম ও সর্বশক্তিমান কারণ থেকে সান্ত ও সসীম বস্তুর অস্তিত্বের ভিত্তিতে কোন অসীম কারণের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এছাড়া এই যুক্তিটির বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি হল 'অবশ্যম্ভাবী' সত্তার ধারণার দুর্বোধ্য। কেননা কোন বস্তু নয়, শুধুমাত্র বাক্যই যৌক্তিক দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী গণ্য হতে পারে। কাজেই যৌক্তিক দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী বা অনিবার্য এমন কোন সত্তার কথাবলা ভাষার অপব্যবহার মাত্র।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

যোগ দর্শনে ঈশ্বরের প্রমাণ

ভারতীয় দর্শনে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন ছাড়া কেবলমাত্র যোগ দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত, 'যোগসূত্র' প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি আলাদা করে ঈশ্বরের কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নি। ঈশ্বর প্রণিধান প্রসঙ্গেই তিনি ঈশ্বরের লক্ষণ বা পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্" অর্থাৎ ঈশ্বরেই সর্বজ্ঞবীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। যোগদর্শন অনুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে—

১. যে জিনিসের মাত্রাভেদ আছে তার একটি উচ্চতম বা চরমতম এবং নিম্নতম বা ন্যূনতম মাত্রা অবশ্যই থাকবে। উচ্চতম মাত্রাকে বলা হয় কাষ্ঠা। জ্ঞান ও শক্তির মাত্রাভেদ আছে। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় কোন জীবের জ্ঞান ও শক্তি বেশী আবার কোন জীবের কম। সুতরাং জ্ঞান ও শক্তির একটি কাষ্ঠা বা সীমা স্বীকার করতে হয়, যিনি পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির অধিকারী এক সর্বস্ব বীজস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

২. বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রে ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরমপুরুষ, চরম সত্তা, ও জগৎকর্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করা হয়, সুতরাং এই সব শাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তবে ব্যাসদেব বলেন, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারলেও ঈশ্বর বেদের প্রবক্তা,

৩. সাংখ্য ও যোগ সমানতন্ত্র। সাংখ্য দর্শন

নিরীশ্বরবাদী হলেও সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধর্মী। পুরুষ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম হওয়ায় তাদের সংযোগ বা সম্মিলন হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে বিরুদ্ধ ধর্মী পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ কে ঘটায়? এরউত্তরে সাংখ্যদর্শন বলে, কোন একজন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ পুরুষের পক্ষেই বিরুদ্ধ ধর্মী পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ঘটানো সম্ভব। আর এই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ পুরুষই হলেন ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্বশীল

(৪) জীব তার অদৃষ্ট অনুসারে জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়। কিন্তু জীব সীমিত বলে তার নিজের অদৃষ্ট সম্পর্কে কোন সম্যক জ্ঞান থাকে না। বলাবাহুল্য অদৃষ্ট নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এজন্য একজন সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন যিনি জানেন অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সেই পুরুষই হলেন ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে যুক্তিগুলি উপস্থাপন করেছেন তার দ্বারা একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি তার লক্ষ্যে উপনীত হতে সমর্থ হয়। ঈশ্বর নামক এই সত্তার প্রতি মানুষের এই বিশ্বাস তাকে অপূর্ণ সত্তা থেকে পূর্ণ সত্তার দিকে নিয়ে যায়। কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক সাংখ্যদর্শনের এই প্রমাণগুলি যুক্তিগুলির মূল্য অস্বীকার্য নয়।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

নৈয়ায়িকদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমাণঃ

নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে চারটি প্রমাণ দিয়েছেন — ১. কার্য কারণ বিষয়ক প্রমাণ ২. অদৃষ্টভিত্তিক প্রমাণ ৩. বেদকর্তারূপে প্রমাণ এবং ৪. আগম বা শ্রুতি প্রমাণ।।

ক. কার্য-কারণ বিষয়ক প্রমাণঃ→

প্রতিটি কার্যের একটি কারণ থাকে। একে বলে কার্য-কারণ নিয়ম। নৈয়ায়িকগণের মতে, কার্য সৃষ্টির পূর্বে অসৎ। কারণ সামগ্রীই কার্যকে উৎপন্ন করে। বিচিত্র বস্তু সমন্বিত এই জগৎ একটি কার্য। সুতরাং এই জগতও একটি কার্য। সুতরাং এই জগতেরও একটি কারণ আছে। জগতের এই কারণই হলেন ঈশ্বর। কাট এখানে প্রশ্ন হতে পারে, প্রতিটি কার্যের ই একটি কারণ আছে তা নৈয়ায়িকগণ জানলেন কী করে? আবার যদি স্বীকার করা হয় যে, প্রত্যেক কার্যেরই একটি কারণ আছে এটি একটি সার্বিক নিয়ম, তথাপি জগৎ যে একটি কার্য তার প্রমাণই বা কী?) কাট

জগৎ যে কার্য তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নৈয়ায়িকগণ দুটি হেতুর সাহায্য নিয়েছেন। এই দুটি হেতু হল সাবয়বত্ব এবং অবান্তর মহত্ত্ব। ন্যায় বৈশেষিক দর্শন অনুসারে নিরাবয়ব পরমাণু এবং অতি মহৎ দেশ কাল, আত্মা ইত্যাদি নিত্য দ্রব্য গুলি কোনকিছুর কার্য নয়। কিন্তু ঘট, পট, চেয়ার, টেবিল, নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দেশকালের ন্যায় অতিমহৎ নয়, আবার ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও বায়ুর পরমাণুর মতো অণুপরিমাণও নয়। জাগতিক বস্তুগুলি সবই সাবয়ব এবং অবান্তর মহৎ অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট। জগতের সমস্ত সাবয়ব ও মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট বস্তুগুলিই

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

হল কার্য। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু কেবল কার্য নয়। এই কার্যরূপ জগতের নিমিত্ত কারণ হিসাবে একটি চেতন সত্তা প্রয়োজন। কার্যের নিমিত্ত কারণরূপ চেতন সত্তা অবশ্যই কার্যের সূক্ষ্ম উপাদানের সুস্পষ্ট জ্ঞান, কার্য উৎপন্ন করার ইচ্ছা এবং কার্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা সম্পন্ন হবেন। সুতরাং জগতের নিমিত্ত কারণ তাকে অসীম জ্ঞানের অধিকারী বা সর্বজ্ঞ হতে হবে। ঈশ্বরই একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তাই ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ।

গ. অদৃষ্টাভিত্তিক প্রমাণ :→

জীবের কর্ম থেকেই তার অদৃষ্ট অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। জীব এই অদৃষ্ট অনুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু অদৃষ্ট জ্ঞান অচেতন। কোন অচেতন পদার্থ যেমন কর্তার দ্বারা চালিত না হয়ে কার্য উৎপন্ন করতে পারে না, কুঠারিমার দ্বারা চালিত না হয়ে কর্তার যেমন কাষ্ঠচ্ছেদন করতে পারে না, ঠিক তেমনি কোনো কর্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়েও অদৃষ্ট জীবের কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করতে পারে না। এই চেতন কর্তা কোন জীব হতে পারে না। কোন জীবের পক্ষেই অসংখ্য জীবের অসংখ্য অদৃষ্টকে জানা সম্ভব নয়। কাজেই জীবের অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হিসাবে কোন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সেই পুরুষই হলেন ঈশ্বর।

ঘ. বেদ কর্তারূপে ঈশ্বর :→

ভারতীয় দর্শনে আস্তিক সম্প্রদায়গুলি বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, বেদ অভ্রান্ত ও সর্ব প্রকার জ্ঞানের আকর। ন্যায়দর্শন মনে করে

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

বেদের রচয়িতা কোন আপ্ত পুরুষ বা ঈশ্বর। দৃষ্টার্থ বেদ বাক্য থেকে বেদের প্রামাণ্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপাদিত হয়। আয়ুর্বেদ রোগ নিরাময়ের যে বিধান দেয় তা পালন করে রোগগ্রস্ত মানুষের রোগমুক্তি ঘটে। শুধু দৃষ্টার্থ বেদবাক্যই অভ্রান্ত নয়, অদৃষ্টার্থ বেদবাক্যও অভ্রান্ত। মানুষ সসীম জীব। তারপক্ষে বেদের সকল বাক্যের ব্যবহারিক প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং অতিশয়, সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় পদার্থ বিষয়ক বেদবাক্য কোন সসীম মানুষের রচনা হতে পারে না। এরূপ বেদবাক্য কোন সর্বজ্ঞ পুরুষের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। সর্বজ্ঞানের আকর হল বেদ। এই বেদ একমাত্র ঈশ্বরের দ্বারাই রচিত হতে পারে।

ঘ. ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে আগম বা শ্রুতি প্রমাণ:

ঈশ্বর অস্তিত্বশীল কারণ শ্রুতিতে তাঁর অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে- "যিনি সকল সমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়, তিনি হৃদয়ের মধ্যে এই আকাশে অবস্থিত, তিনি মহান অজ, আত্মা, তিনি সকলের বশী, সকলের শাসনকর্তা ও সকলের অধিপতি। সাধু কর্মের দ্বারা তিনি মহান হন না, অসাধু কাজের দ্বারাও হীন হন না, ইনি সর্বেশ্বর, সর্বভূতের অধিপতি, পালক। লোকসমূহ যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, এজন্য তিনি সেতুস্বরূপ এবং ধারণকর্তা হয়ে রয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ~~[illegible]~~ শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন- "আমিই এই জগতের পিতা, মাতা ও সর্বপ্রাণীর কর্মফলদাতা, পিতামহ, এবং একমাত্র জ্ঞেয় ও পবিত্রতাকারক বস্তু, আমিই ওঁকার এবং আমিই ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ-স্বরূপ। আমিই প্রাণীর গতি ও পরিপালক, আমি সকল প্রাণীর বাসস্থান ও তাদের কৃতাকৃতের

সাক্ষী। আমিই রক্ষক ও প্রতিপালক, নিরপেক্ষ হিতকারী। আমিই স্রষ্টা ও সংহর্তা। আমিই আধার ও প্রলয় স্থল এবং আমিই জগতের অক্ষয় কারণ।

নৈয়ায়িকগণ বলেন এইসব শ্রুতিবাক্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। শ্রুতি যদি অভ্রান্ত হয় তাহলে এইসব উক্তি থেকে নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner